রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তথ্য, দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবাসমূহের অভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন
বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত হালনাগাদকৃত পরিভাষা
বিস্তারিত চতুর্থ পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি
রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন
ইস্যু ৪০ × সোমবার, ২৯ জুন ২০২০

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীতে নথি বা কাগজপত্র সংক্রান্ত সমস্যা

সূত্র: এপ্রিল ও মে ২০২০ সময়কালে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী থেকে সংগৃহীত মতামত ডিআরসি এবং সেভ দ্য চিলড্রেন এই উপাত্তগুলো যে ক্যাম্পগুলো থেকে সংগ্রহ করেছে: ১ই, ১ডব্লিউ, ২ই, ২ডব্লিউ, ৩, ৪, ৪এক্স, ৫, ৬, ৭, ৮ডব্লিউ, ৮ই, ১১, ১২, ১৮, ২০ এবং কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প। বর্তমান উদ্বেগগুলো আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য, বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এই মতামতগুলো সংগ্রহকারী মানবিক সহায়তা কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, মাঝি এবং জনগোষ্ঠীর মানুষদের সাথে কথা বলেছে। এই পক্ষকালে আমরা আটটি টেলিফোন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি এর মধ্যে তিনজন মানবিক সহায়তা কর্মী, দুইজন স্বেচ্ছাসেবক, একজন মাঝি এবং দুই জন জনগোষ্ঠীর সদস্য।

যদিও রোহিঙ্গাদের মাঝে ক্রমশ কোভিড-১৯ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, তবে সেইসাথে তাদের জীবনে আগে যে সমস্যাগুলো ছিল সেগুলো এখনো বিদ্যমান। কমিউনিটি থেকে প্রাপ্ত মতামত থেকে বোঝা যায় রোহিঙ্গাদের বেশিরভাগই বর্তমানে কাগজপত্র নিয়ে সমস্যায় পড়ছেন। তারা বলেন যে তাদের ভাউচারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তারা টোকেন ও কার্ডের জন্য আবেদন করেছেন কিন্তু এখনো কার্ড বা টোকেন পান নি। কার্ড সংক্রান্ত সমস্যার মধ্যে রয়েছে কার্ড হারিয়ে ফেলা, নতুন কার্ডের প্রয়োজনীয়তা, কার্ডে পরিবারের তথ্য হালনাগাদ করা যেমন মৃত্যু বা বিয়ের কারণে পরিবারে একজন নতুন সদস্যকে যুক্ত করা বা বাদ দেওয়া। কিছু মানুষ আরও বলেছেন যে কার্ডের সাথে তাদের আঙুলের ছাপ মিলছে না বা কার্ড ঠিকমতো কাজ করছে না। যারা এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে এসে বাস করছেন তারা বলেন যে, তাদের কিছু কার্ড হালনাগাদ করা হয় নি ফলে কার্ড থাকার পরেও তারা কোনো ত্রাণ পান না।

এপ্রিল ও মে মাসের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উদ্বেগসমূহ (ভিত্তি - ৮৫৫৪)

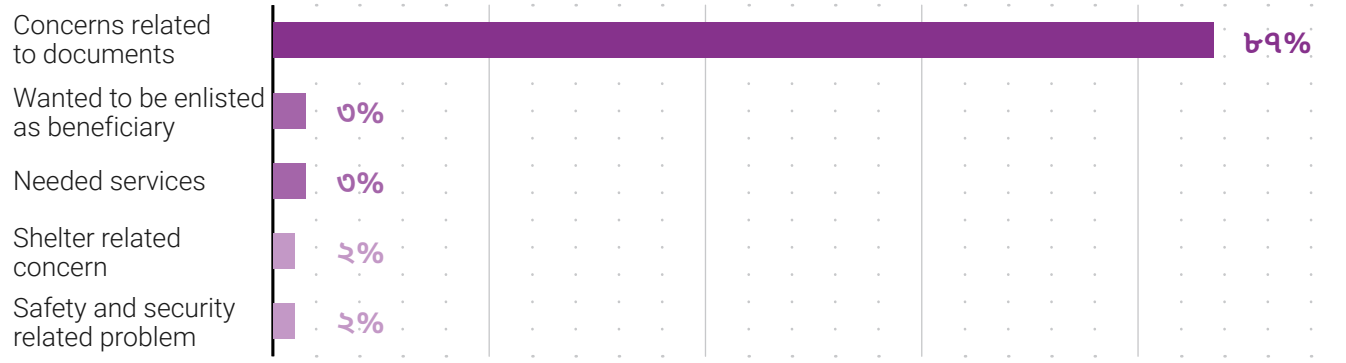

ক্যাম্পে কাগজপত্র সংক্রান্ত সমস্যা (ভিত্তি - ৭৩৯৯)

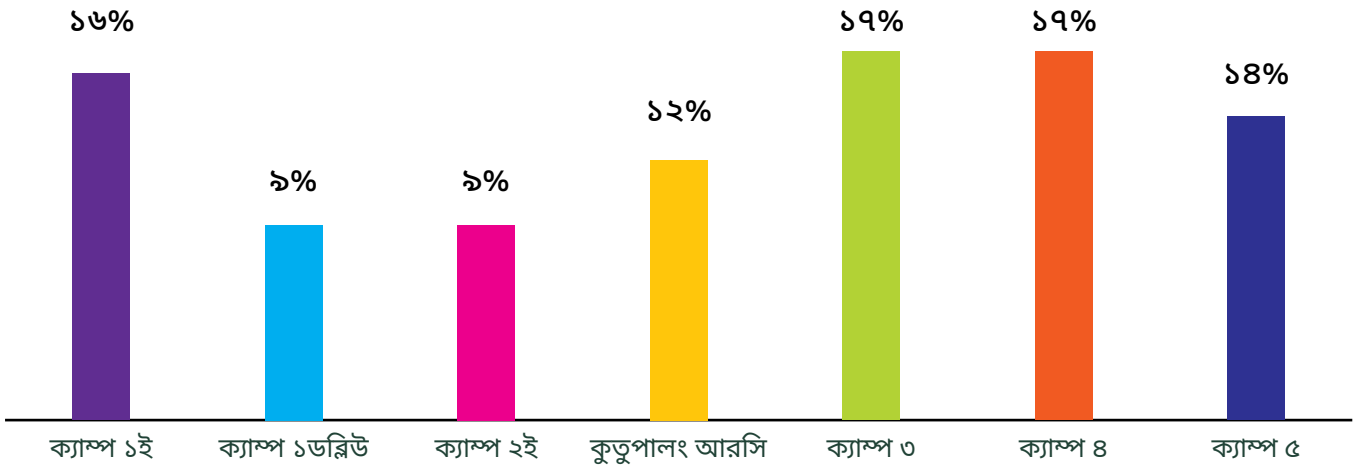

কমিউনিটি থেকে পাওয়া মতামত ডেটা থেকেও দেখা যায় যে ক্যাম্প ৩ এবং ক্যাম্প ৪ এর অধিবাসীরা অন্য যে কোনো ক্যাম্পের মানুষদের থেকে বেশি সমস্যায় রয়েছেন। মতামত থেকে প্রাপ্ত তথ্যে, ক্যাম্প ৩ ও ক্যাম্প ৪ এর যে সমস্যাগুলোর কথা তোলা হয়েছে তার ১৭% কাগজপত্র সংক্রান্ত। উপরের গ্রাফে বিভিন্ন ক্যাম্পে কাগজপত্র সংক্রান্ত সমস্যার হার দেখানো হল।

বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি অনুযায়ী মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলোকে ক্যাম্পে তাদের বর্তমান কর্যক্রমে পরিবর্তন আনতে হবে। ক্যাম্পে প্রদত্ত বিভিন্ন সেবার ওপর এটি কতটা প্রভাব ফেলেছে তা ত্রাণকর্মীরা নিশ্চিত করেছেন। ত্রাণকর্মীরা মনে করেন ত্রাণ প্রদানের পদ্ধতিতে সম্প্রতি যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তা হয়তো শরণার্থীদের দ্বারা উত্থাপিত কাগজপত্র সংক্রান্ত এই সমস্যাগুলোর জন্য দায়ী (যেমন – ই-ভাউচার ব্যবহার করে বিতরণ কার্যক্রম চালু করা এবং স্কোপ (SCOPE) এবং ইউএনএইচসিআরের নিবন্ধন প্রক্রিয়ার পার্থক্য)

রোহিঙ্গা, স্বেচ্ছাসেবক এবং মাঝিরা এছাড়া কাগজপত্র সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্যার কথাও বলেছেন। তারা বলেন যে ক্যাম্পে কিছু পরিবারের এই ধরনের সমস্যা রয়েছে। এরকম একটি উদাহরণ হলো – আটজন সদস্যের একটি পরিবার মাত্র পাঁচজন সদস্যের সমপরিমাণ খাবার পাচ্ছেন, কারণ কাগজপত্রে পরিবারটির সদস্য সংখ্যা ৫ জন। উত্তরদানকারীরা জানান যে এই সমস্যাগুলো বিগত কয়েক মাস ধরেই চলে আসছে এবং তারা এ বিষয়ে তাদের উদ্বেগ সাইট ম্যানেজমেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জানিয়েছেন কিন্তু এখনো এর কোনো সমাধান হয় নি। মানুষ আরও মনে করে যে করোনাভাইরাসের কারনে বর্তমানে যে বিধিনিষেধ রয়েছে তাতে অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে।

পরিমাণে কম খাবার পাচ্ছে এরকম কিছু পরিবারের কাছ থেকে জানা যায়, তারা খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছেন অথবা আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে টাকাপয়সা ধার করে প্রয়োজন মেটাচ্ছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, তারা আগে ক্যাম্পের বাইরে কাজ করে টাকা আয় করতেন কিন্তু বর্তমানে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এবং চলাফেরার বিধিনিষেধের কারণে তাদের পক্ষে কাজের জন্য ক্যাম্পের বাইরে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।

> “বেশ অনেকদিন হলো আমরা এই সমস্যার মধ্যে রয়েছে। করোনাভাইরাসের কারণেই হয়তো সমস্যাটি এখনো সমাধান হয় নি। আমরা ক্যাম্পে কাজ করে এরকম বিভিন্ন অফিসারকে বলেছি, কিন্তু কোন সমাধান পাই নি।”
>
> – মাঝি, ক্যাম্প ৮ডব্লিউ

> “কয়েক মাস হয়ে গেলো আমার সমস্যাগুলো সাইট ম্যানেজমেন্ট ও সিএফআরএম অফিসারদের জানিয়েছি। আমি আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের কাছে থেকে টাকা ধার করছি এবং এর সমাধানের জন্য অপেক্ষা করছি।”
>
> – রোহিঙ্গা উত্তরদানকারী, ক্যাম্প ১১

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তথ্য, দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবাসমূহের অভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন

সূত্র: বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্যাম্পে মানুষের অবস্থা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বুঝতে, বিশেষ করে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে তথ্যগত চাহিদা কি তা বোঝার লক্ষ্যে, বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স কর্তৃক টেলিফোনে গৃহীত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী থেকে ৭ জন পুরুষ এবং ৭ জন নারীর সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারগুলো নেয়া হয় ১৮ ও ২১ জুন, ২০২০।

ক্যাম্পের অধিবাসীদের অসংখ্যা সমস্যার মধ্যে কোভিড-১৯ আরও একটি সমস্যা মাত্র। পুরোনো সমস্যাগুলো নিয়ে প্রতিদিন তাদের যে প্রতিবন্ধকতাগুলো পোহাতে হয়, গত মাসে রোগটি এখানে আসাতে সেই সমস্যাগুলোর সাথে আরও একটি নতুন সমস্যা যুক্ত হলো মাত্র। ক্যাম্পে প্রবেশ এবং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ক্যাম্পের অধিবাসীদের জন্য আরও বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

> “এখন আমি কোভিড-১৯ নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশে বর্ষাকাল শুরু হওয়ায়, ক্যাম্পের অনেক শেল্টার এখন উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। এছাড়াও আমরা পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা পাচ্ছি না, যদিও আমাদের কোভিড-১৯ হয় নি। হাসপাতালের সিকিউরিটি গার্ডরা আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২৯, ক্যাম্প ৫

> “করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার কারণে আমরা দেরিতে রেশন পাচ্ছি। বৃষ্টি হলে চাল থেকে পানি পড়ছে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অবস্থাও সঙ্গিন। রাস্তায় ময়লা-আবর্জনা ভেসে বেড়াচ্ছে।”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ৩১, ক্যাম্প ১ই

ক্যাম্পে কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়া রোধ করার জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে, ক্যাম্পে গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং এ কারণে কমিউনিটির মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তারা আগে যেসব সেবা ও সম্পদ তারা পেতেন তা কমিয়ে দেওয়া বা তাতে পরিবর্তনের কারণে তাদের হতাশা প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন যে রেশন অনিয়মিত হয়ে পড়েছে এবং শেল্টার, ড্রেন বা পানি নিষ্কাশন নালা রক্ষণাবেক্ষণ এবং ময়লা সংগ্রহ করার মতো সেবাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে বা সেবাগুলো পেতে দেরি হচ্ছে। সাম্প্রতিক সাইক্লোন এবং তার পরপরই যে ভারী বৃষ্টি ও বন্যা হলো তাতে তাদের ঘরগুলো এই নিয়মিত বিরূপ আবহাওয়ার মোকাবিলা করে টিকে থাকতে পারবে কিনা তা নিয়ে অধিবাসীদের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ক্যাম্পের অধিবাসীদের অনেকে তাদের ঘরবাড়ির নড়বড়ে ও খারাপ অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তারা জানিয়েছেন যে স্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্কুল এবং মসজিদের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলোর ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কারণে, শিক্ষা, তথ্য, চিকিৎসা এবং সহায়তা প্রাপ্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ সেবাগুলো থেকে কমিউনিটির মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে।

> “ভাগ্যিস আমাদের আশেপাশে এখনো কেউ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয় নি; কিন্তু তারপরেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে এই কয়েক মাস ধরে বন্ধ রয়েছে, ফলে ছোটখাটো অসুখেও মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছে না।”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ৩২, ক্যাম্প ১ই

> “স্কুল এবং মসজিদ গত তিন মাস ধরে বন্ধ। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। তারা পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারছে না।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ৩৮, ক্যাম্প ৩

তথ্য এবং সুরক্ষা

> “আমি শুনেছি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কিছু মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং যেহেতু মানুষ এ বিষয়ে [কোভিড-১৯] জানে না তাই আরও অনেক মানুষ আক্রান্ত হবে বলে মনে হয়। এনজিওগুলো এ সম্পর্কে কিছু তথ্য দিচ্ছে, কিন্তু খুব অল্প মানুষই সেগুলো জানতে পারছে।”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ২৮, ক্যাম্প ১ ডব্লিউ

> “শুনেছি যে রোহিঙ্গাদের কেউ কেউ আক্রান্ত হয়েছে [কোভিড-১৯ এ] কিন্তু আমি এ নিয়ে তেমন চিন্তিত নই কারণ ক্যাম্পে মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। এছাড়া আমাদের যতটা তথ্য পাওয়ার কথা আমরা ততটা পাচ্ছি না। তাছাড়া করোনাভাইরাস থেকে বাঁচতে আমি এনজিওগুলোর কাছ থেকে মাস্ক, গ্লোভস ইত্যাদি কোনো কিছুই পাচ্ছি না।”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ, ৩৫, ক্যাম্প ১ডব্লিউ

কমিউনিটির সদস্যরা নিজেদের এবং নিজ নিজ পরিবারকে ভাইরাস থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যেসব সুরক্ষা দ্রব্য দরকার সেগুলো না পাওয়া ছাড়াও কোভিড-১৯ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য না পাওয়ার কথাও জানিয়েছেন। মানুষ ক্যাম্পে কোভিড-১৯ এর ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন এবং তারা এ নিয়ে উদ্বিগ্ন, এছাড়াও তাদের এ নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে যে তথ্য ঘাটতির কারণে সংক্রমণটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এছাড়াও তারা ভাইরাস থেকে সুরক্ষা পেতে মাস্ক, গ্লোভস এবং সাবানের মত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অপ্রতুলতা সম্পর্কে জানিয়েছে।

> “আমরা বাইরে যেতে পারি না, আমাদের সবসময় মাত্র একটি রুমের মধ্যে থাকতে হয়। আমাদের কাছে যথেষ্ট মাস্ক এবং হাতে পরার গ্লোভস, সাবান ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার নেই, কিন্তু বাইরে লকডাউন থাকার কারণে আমরা বাজার থেকে এগুলো কিনেও আনতে পারি না।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২২, ক্যাম্প ১ডব্লিউ

কোভিড-১৯ এর হুমকি মোকাবিলা করার জন্য আরও তথ্য এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দরকার বলে রোহিঙ্গা কমিউনিটির সদস্যরা মনে করেন। এছাড়াও তাদের দৈনন্দিন চাহিদাগুলো পূরণের জন্য জরুরি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দ্রব্যসামগ্রী এবং অবকাঠামোগত সহায়তগুলো চালু রাখা প্রয়োজন।

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত হালনাগাদকৃত পরিভাষা

কোভিড-১৯ সাড়াদান কার্যক্রমে ব্যবহৃত অনেক শব্দই রোহিঙ্গা ভাষাতে নতুন অথবা এগুলো আগে ততটা প্রচলিত ছিল না। একারণে ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স নিয়মিত ভাষা বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করে যে রোহিঙ্গা কমিউনিটিতে মানুষ শব্দগুলো দ্বারা কি বুঝে থাকে এবং তারা কিভাবে শব্দগুলো ব্যবহার করে। এখানে এই সাড়াদানে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাংলা শব্দ এবং রোহিঙ্গা ভাষায় সেগুলো যেভাবে ব্যবহৃত হয় তার একটি তালিকা দেওয়া হলো। কিছু কিছু শব্দ রোহিঙ্গা ভাষায় নতুন, ফলে সময়ের সাথে এই শব্দগুলো কিছুটা বদলে যেতে পারে। এই সাড়াদান কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এরকম আরও রোহিঙ্গা শব্দের জন্য ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্সের (টিডব্লিউবি) শব্দকোষ দেখুন অথবা সরাসরি টিডব্লিউবির সাথে যোগাযোগ করুন।

বাংলা	রোহিঙ্গা (বাংলা লিপি)	রোহিঙ্গা সমাজে এই শব্দগুলো যেভাবে ব্যবহৃত হয় সে সংক্রান্ত মন্তব্য এবং অতিরিক্ত বিবরণ
দূষিত	*হোসারা গইজ্জা* অথবা *নাফাক*	কোনো কিছু "নোংরা" বা "অপবিত্র" হওয়ার বোঝাতে
শ্বাসকষ্ট	*নিয়াশ থাইনতে মোশকিল*	শ্বাসকষ্ট হওয়া বা নিঃশ্বাস নিতে সমস্যা হওয়া
উপসর্গ	*আলামত*	কমিউনিটির সদস্যরা এই শব্দটি দ্বারা জ্বর, কাশি এই উপসর্গগুলি বুঝিয়ে থাকে
টিকাদান	*কাকুশি মারন*	ইঞ্জেকশন দেওয়া বোঝাতে
সুপ্তিকাল বা ইনকিউবেশন পিরিয়ড	*বিয়ারামর আলামত ডাহা জাইতে লাগেদে থাইম*	এখানে পরিভাষাটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে (আক্রান্ত হওয়া এবং উপসর্গ দেখা দেওয়ার মধ্যবর্তী সময়)
দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যগত সমস্যা	*আগে লতি আসেদে বিয়ারাম* অথবা *বুতোরে বুতোরে মারেদ্দে বিয়ারাম*	বিশেষ করে যেসব লোক দীর্ঘদিন ধরে কোনো রোগে ভুগছেন তাদের বোঝাতে
সংক্রমণ	*ফারন (বিয়ারাম)*	রোগ ছড়িয়ে পড়া বোঝাতে
সংক্রামক	*বিয়ারন ফারোন*	ছোঁয়াচে রোগ বুঝাতে

বাংলা	রোহিঙ্গা (বাংলা লিপি)	রোহিঙ্গা সমাজে এই শব্দগুলো যেভাবে ব্যবহৃত হয় সে সংক্রান্ত মন্তব্য এবং অতিরিক্ত বিবরণ
ভুল তথ্য	*গলত হবোরা-হবোর* অথবা *মিসা হবোরা-হবোর*	ভুল বা মিথ্যা তথ্য বুঝাতে
আইসিইউ / নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র	*ঢাথ্-থা-হানাত বেশি কেরমস গরেদে কামারা* অথবা *অক্সিজেন কামারা*	বহুল প্রচলিত "আইসিইউ" শব্দটি বেশিরভাগ রোহিঙ্গা বুঝতে পারেন না। প্রথম অনুবাদটিতে আক্ষরিক অর্থে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র বোঝানো হয়েছে (ঢাথ্-থা-হানাত বেশি কেরমস গরেদে কামারা)। দ্বিতীয় অনুবাদের অর্থ হলো "অক্সিজেন কক্ষ" (হাসপাতালের যে কক্ষে শ্বাসকষ্টের রোগীদের জন্য অক্সিজেন ট্যাংকের ব্যবস্থা থাকে), বিশেষ করে কোভিড-১৯ এর চিকিৎসায় এটি প্রাসঙ্গিক একটি পরিভাষা।
কমিউনিটি সংক্রমণ	*সমাজত একজনোত্তু আরেকজনর হেরে বিয়ারাম ফারন*	অর্থাৎ সমাজের একজন মানুষের কাছ থেকে অন্যদের আক্রান্ত হওয়া
দুর্বল রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা থাকা মানুষ	*গার বিয়ারাম রুকেদে তাকত বরবাদ জন গই*	'সংক্রমণ বা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার বেশি ঝুঁকি রয়েছে এমন ব্যক্তি' এর আক্ষরিক অনুবাদ
কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং	*বিয়ারাইম্মা মাইনশোর ধাকে-ধাইক্কা আইশ'শিলে নে তুআই নেলন*	রোগী কাদের সংস্পর্শে এসেছিলো তা চিহ্নিত করা

শুধুমাত্র লিখিত সংস্করণ: https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh_text/

সম্পূর্ণ অডিও সংস্করণ: https://glossaries.translatorswb.org/bangladesh/

যা জানা জরুরি-র পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে নিয়মিত হালনাগাদকৃত পরিভাষা প্রকাশ করা হবে।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'যা জানা জরুরি' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।